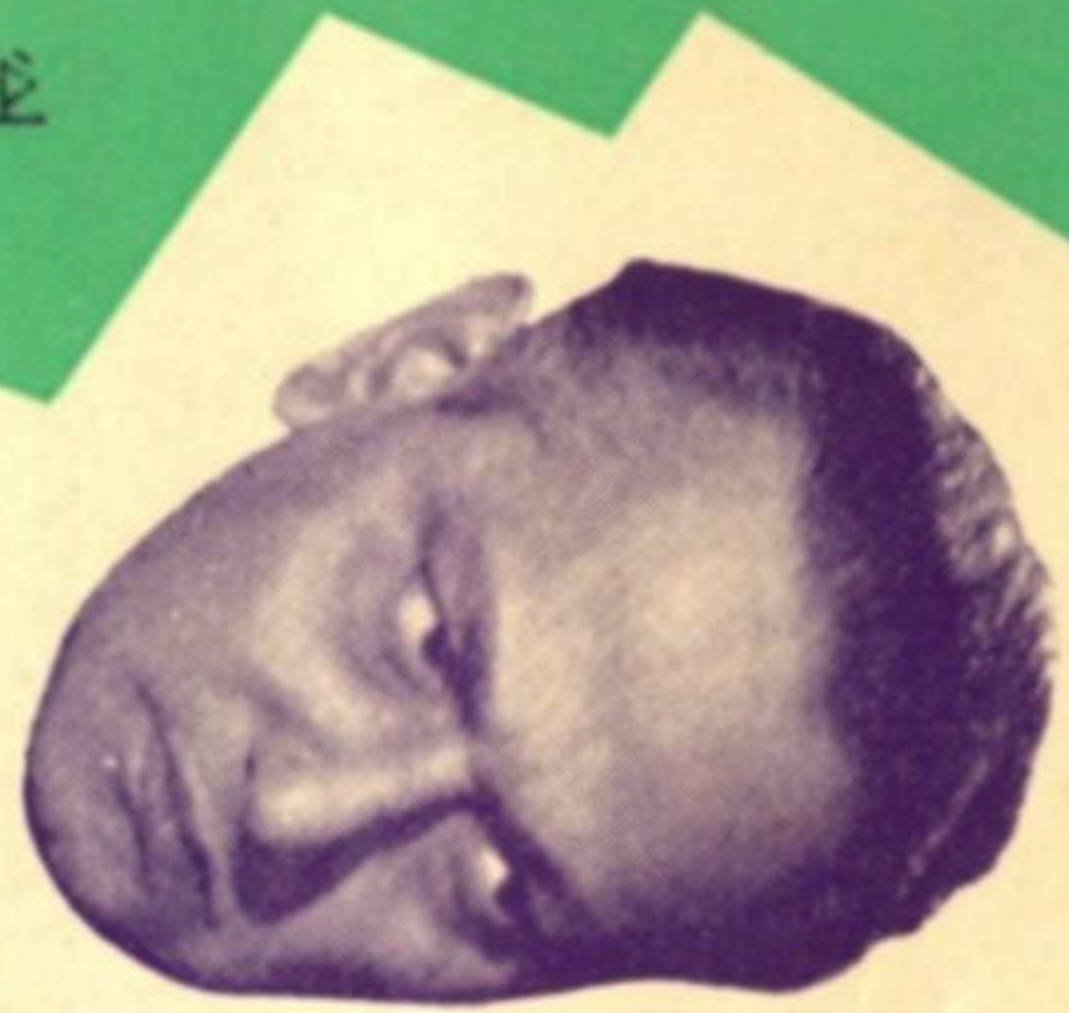

রাজকুমারী চিত্র মন্দিরের
ভ্রান্তি
দ্বিতীয় নিবেদন
কাহিনীঃ সুকুসেন • পরিচালনাঃ প্রফুল্ল চক্রবর্ত্তী • সঙ্গীতঃ শ্যামল মিত্র

রাজকুমারী চিত্রমন্দিরের

দ্বিতীয় নিবেদন

ভ্রান্তি

প্রযোজনা—অনন্ত সিং

পরিচালনা—প্রফুল্ল চক্রবর্ত্তী

সুরযোজনা—শ্যামল মিত্র

কাহিনী রচনা—সুকু সেন

চিত্রনাট্য ও সংলাপ : অশোক গুহ

চিত্রশিল্প : বিভূতি চক্রবর্ত্তী

শব্দগ্রহণ : সুশীল সরকার

সম্পাদনা : অর্দ্ধেন্দু চ্যাটার্জী

শিল্পনির্দ্দেশ : সুনীল সরকার

ষ্টুডিও ব্যবস্থাপনা : মলয় কর

কর্ম্মাধ্যক্ষ : গণেশ চক্রবর্ত্তী

আলোক সম্পাত : সতীশ হালদার

নৃত্য পরিচালনা : অনাদি প্রসাদ

গীত রচনা : হীরেন বসু

মোহিত ঘোষ

পরিচয় লিখন : শচীন ভট্টাচার্য্য

ব্যবস্থাপনা : কানাই রায়

সুজিত বর্ম্মণ

বলরাম ব্যানার্জী, বলাই

বাচ্চু, অনিল ।

রূপসজ্জা : নিতাই সরকার।

স্থিরচিত্র : ষ্টুডিও স্যাংগ্রিলা

রূপায়ণে :—

ছবি বিশ্বাস, বাসবী নন্দী,
পাহাড়ী সান্যাল, নির্ম্মল কুমার,
ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, ছায়া দেবী,
তপতী ঘোষ প্রীতিধারা, মন্দিরা
মিতা চ্যটার্জী, ননী মজুমদার,
নৃপতি চ্যাটার্জী, শৈলেন
মুখার্জী, অজিত ঘোষ, সুশীল,
জগদীশ, ডাঃ বেরা, নিতাই,
শঙ্কর, ভবতোষ, বাবুয়া ।

কণ্ঠ সঙ্গীত :—

বাসবী নন্দী, কৃষ্ণা গাঙ্গুলী ।

কাহিনী

একমাত্র মেয়ের বিবাহ সমস্যায় কর্ত্তব্যনিষ্ঠ পিতার অন্তর্দ্বন্দ্বে 'ভ্রান্তি'র সৃষ্টি। মনোবিজ্ঞানী ডাঃ হরিহর রায়, তার একমাত্র কন্যা মিনতি ছাত্র অসিত ও বন্ধু অবিনাশকে নিয়ে গল্পের বিন্যাস, বিস্তার, পরিণতি ও পরিসমাপ্তি।

রাশভারী মানুষ ডাঃ রায়, সদাশয়, অমায়িক ; স্ত্রী ও একমাত্র কন্যাকে নিয়ে সংসার। সুখে স্বচ্ছন্দে দিন কেটে যায়। এরই মাঝে স্ত্রীর মানসিক ব্যাধি আবার দেখা দিয়ে এই শান্তির পরিবেশে হোল অশান্তির সুত্রপাত।

এ কঠিন ব্যাধির তীব্র অভিশাপ—বংশ পরম্পরায় সংক্রমিত হয়ে চলবে—এ যে সারবার নয় ডাঃ রায়ের সে কথাও অজানা নেই।

.....তা ছাড়া এ রোগের আক্রমনে রোগী তার অতি আপন জনকেও সহ্য করতে পারে না।

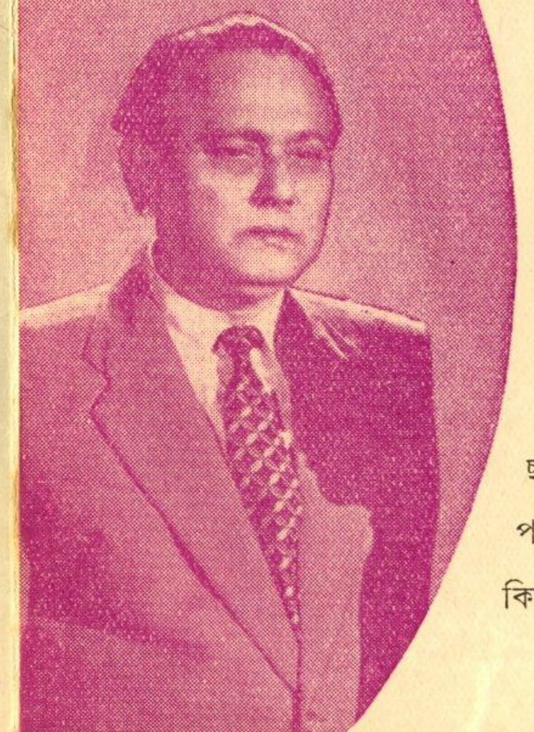

ডাঃ রায় চিন্তিত হয়ে পড়েন। বন্ধু অবিনাশ পরামর্শ দেন স্ত্রীকে কন্যার অনুপস্থিতিতে বাগান বাড়ীতে সরিয়ে ফেলে সেখানেই তার থাকবার ব্যবস্থা করতে। হোলও তাই। এবং পরে একদিন ডাঃ রায় রায় ঘোষণা করলেন যে পুরীতে তার স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে। মিনতি আঘাত পেল কিন্তু ধীরে ধীরে সে আঘাত সহ্য হয়ে এল।

এর পর থেকেই ডাঃ রায় হলেন এক নতুন মানুষ। তাঁর সদাহাস্য মুখ কাঠিন্যের ছাপে ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে, এ নিয়ে কলেজের ছাত্রমহলেও আলোচনা চলে। ডাক্তারের এ পরিবর্ত্তনে সকলেই বিস্মিত হয় কিন্তু কেহই কিছু বুঝতে পারে না।

অসিত ডাঃ রায়ের প্রিয় ছাত্র। ভাল ছেলে বলে তার কলেজে খ্যাতিও খুব। ডাঃ রায়ের আশা—অসিত এক- দিন ডাক্তার হয়ে বাংলার মুখ উজ্জ্বল করবে। তাইতো ডাঃ রায় তাকে গড়ে তুলতে চান। ডাক্তার রায়ের বাড়ীতেও অসিতের অবাধ গতায়াত। এক সময়ে মিসেস রায়েরও ইচ্ছে ছিল অসিতের সঙ্গে মিনতির বিয়ে দেন।

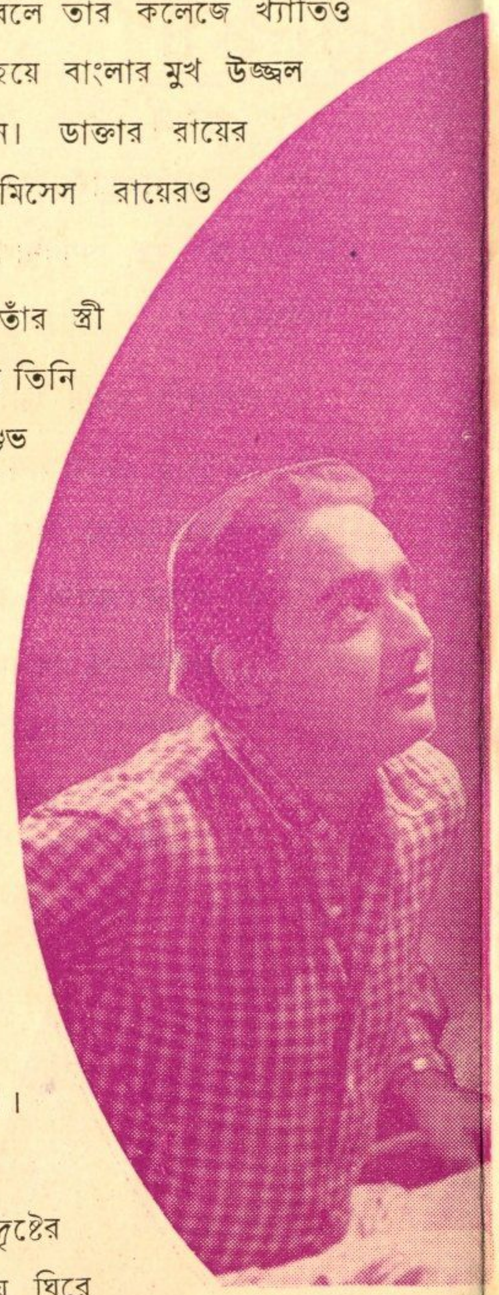

কিন্তু যেদিন থেকে ডাঃ রায় টের পেলেন যে তাঁর স্ত্রী বিকৃত মস্তিষ্ক, সেদিন থেকেই ওদের মেলামেশায় তিনি আর সায় দিতে পারেন না। কোন এক অশুভ আশঙ্কায় তিনি রূঢ় হয়ে ওঠেন। একটি ক্ষুদ্র ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে একদিন তাকে জানিয়েও দেওয়া হয়, সে যেন ও বাড়ীতে আর না আসে। অসিত কিছুই বুঝতে পারে না; কিন্তু ডাঃ রায় কর্ত্তব্যে অটল। মিনতি-ও শোনে সে কথা। দুঃখে ভেঙ্গে পড়ে। দুজনে দুজনকে ছেড়ে কেমন করে থাকবে? কলেজে, বান্ধবীর বাড়ীতে ওরা দেখা সাক্ষাতের লুকোচুরি করতে গিয়েও পিতার সতর্ক দৃষ্টির কাছে প্রতিহত হয়। অসহ্য হয়ে ওঠে জীবনের এই ব্যর্থতা। গোপনে ওরা রেজিষ্ট্রী বিয়ের আয়োজন করে।

ডাঃ রায়ের মনেও শান্তি নেই, একি অদৃষ্টের পরিহাস! যাদের এত স্নেহ, এত আদর দিয়ে ঘিরে রেখেছিলেন, তাদের প্রতি কি রূঢ় ব্যবহারই না করছেন। তাঁর দু'চোখে নেমে আসে অশ্রুধারা। তাঁর ভয়, মিনতি কি তবে তার মায়ের মত পাগল হয়ে যাবে! তার বিয়ে হলে তার সন্তানও পাগল হবে। অসিতের জীবনটা কি তিনি এই ভাবে নষ্ট হতে দেবেন?

মিনতি আর অসিতের গোপন বিবাহের সংবাদ এসে পৌঁছায় ডাক্তার রায়ের কানে। তিনি ভীষণ মর্ম্মাহত হন। কন্যার মধুময় দাম্পত্য জীবনে প্রচণ্ড প্রতিরোধের সৃষ্টি করে তিনি মিনতিকে নিয়ে আসেন।

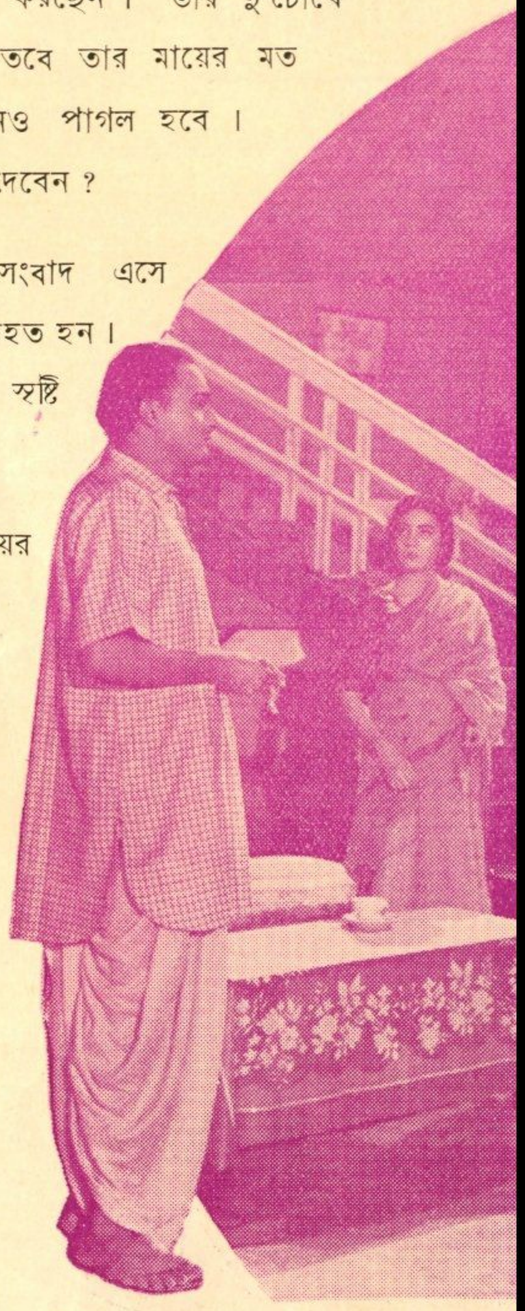

পরদিন অসিত মিনতিকে আনবার জন্যে ডাঃ রায়ের বাড়ী যায়, ডাঃ রায় তাকে অপমান করে। অসিত বোঝাতে যায়, ডাঃ রায় আরও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। মিনতি অসিতের সঙ্গে যেতে চায়। দুরন্ত ক্রোধে পিতা তাকে বলেন "তোর মত মেয়ের মরাই ভাল।"

এই কথায় মিনতির মনে ভীষণ আঘাত লাগে। অসিতের সঙ্গেও ডাঃ রায়ের কথা কাটাকাটি চলতে থাকে। হঠাৎ কিসের শব্দে দুজনের চমক ভাঙ্গে···সকলেই দৌড়ে উপরে গিয়ে দেখেন ল্যাবরেটরি ঘরে মিনতি বিষ খেতে যাচ্ছে, অবিনাশ তাকে বাধা দেয়·· মিনতি অজ্ঞান হয়ে পড়ে· তারপর··

সঙ্গীত

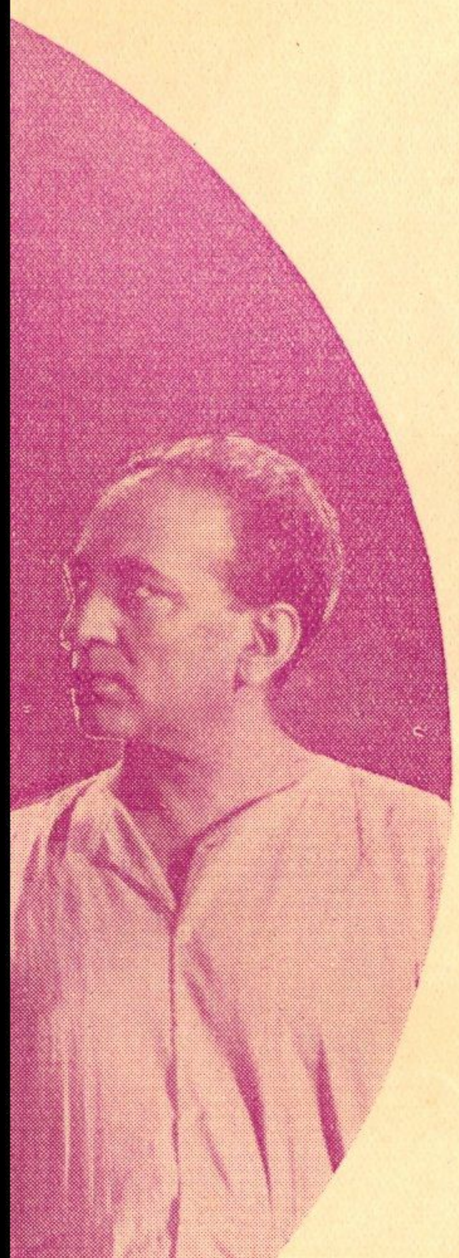

(১)

সুর বাণী ছন্দে ত্রয়ী মহানন্দে
রচে অমৃতোৎসব ছন্দ।
সুরের আবর্ত্তে, ছন্দিতা বাণী উঠে
বাণীর দেউলে হল বন্ধ॥
মৃতের আলয়ে এলো অ-মৃত বরষ
সঙ্গীতে সুরু হল একি নব হরষ
মুক্তির আবাহনী, মূর্চ্ছনা সুরে বাজে
কুহকিনী বাণী আনে দ্বন্দ্ব॥
নুপুর নিক্কনে কথা কয় মনে মনে
নির্বাক সঙ্গীতে কথা ফোটে আনমনে
ভাষা তাই ধরণীরে রূপ দেয় বারে বারে
ছয় রাগে ছয় ঋতু রঙ্গ॥

(২)

আজো ডানা মেলে উড়ে আসি বারে বার,
ভীরু পাখী আমি আঁখিতে স্বপ্ন আঁকা।
বারে বারে আসি আমার আকাশ
যদিও মেঘেতে ঢাকা॥
এই ধরণীর একটি নিরালা কোণে
রানধনু মন কত মায়াজাল বোনে
দুটি উন্মনা হিয়ার মাঝারে
অলখ মাধুরী মাখা॥
আমরা দুজন একটি শাখার শাখা
এ শুভ লগনে তাই তো বেঁধেছি
সপ্ত সুরের রাখী॥
হিল্লোল লাগে তমালের বনে বনে,
আমাদের গান কান পেতে ওরা শোনে
কত ভাল লাগে দুজনার পানে
দুজনার চেয়ে থাকা॥

* কৃতজ্ঞতা স্বীকার *

শ্রীত্রিগুণা সেন;
ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল ইনষ্টিটিউট;
যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্রবৃন্দ
ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম ষ্টুডিওতে গৃহীত,
বেঙ্গল ফিল্ম ল্যাবরেটরীতে
পরিস্ফুটিত।

পরিবেশনা
রাজকুমারী চিত্র মন্দির।

সহকারী বৃন্দ:

পরিচালনা: সীতাংশু ঘোষ
দ্বিজেন চৌধুরী,
সুনীল ঘোষ।

সঙ্গীত: সুবোধ মুখার্জী

চিত্রশিল্প: বীরেন ভট্টাচার্য্য,
দ্বিব্যেন্দু রায় চৌধুরী।

শব্দগ্রহণ: ইন্দু অধিকারী

সম্পাদনা: অমিয় মুখার্জী,
দেবী চক্রবর্ত্তী,
পরেশ চৌধুরী।

শিল্পনির্দ্দেশ: রবি দত্ত

আলোক সম্পাত: দুখী, রেজাক মদন,
বিমল, মিলি ইলেক্‌ট্রিক ওয়ার্কস্

পটশিল্প: রামচন্দ্র সিন্ধে

মৃৎশিল্প: জীতেন পাল

যন্ত্র সঙ্গীত: ক্যালকাটা অর্কেষ্ট্রা

রূপসজ্জা: পাঁচু, প্রভাত

সাজসজ্জা: দাশরথী, সেরালী

পরবর্ত্তী আকর্ষণ

উত্তম কুমার

বাসবী নন্দী

ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়

অভিনীত

সাথের চোর

পরিচালনা :

প্রফুল্ল চক্রবর্ত্তী

রাজকুমারী চিত্র মন্দিরের পক্ষে বিজ্ঞাপন বিভাগ কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত,
ন্যাশনাল আর্ট প্রেস, কলিকাতা ১৩ হইতে মুদ্রিত।